ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৯৫ ● কলকাতা ● ২৫ চৈত্র, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ০৮ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়ায় সরকারি সফরে যাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল, ২০২৫

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন আজ ৮-১৩ এপ্রিল ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়ায় সরকারি সফরে গেলেন। শ্রীমতী সীতারমনের দুটি দেশেই মন্ত্রিপর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা।

সফরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ইন্ডিয়া-ইউকে ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডায়ালগের

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

যোগ্যদের চাকরি নিশ্চিত করলেন মমতা

বেবি চক্রবর্তী :কলকাতা

প্রশ্ন উঠেছে - সুপ্রিম কোর্টের রায় একদিকে আবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিপরীত দিকে! কোনটা গ্রহণযোগ্য? আর কিসের ভিত্তিতেই বা মমতা এই কথা বললেন? নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের বৈঠকে ডেকে বড় আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যারা যোগ্য, তাদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিলেন মমতা। ২ মাসের মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাস মমতার। আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিলেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা যোগ্য, তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কোনও রাখঢাক নেই। আইন অনুযায়ী যা করার করব। পথের মধ্যেই পথ খুঁজে নিতে হবে।" কিন্তু কীভাবে? যতক্ষণ তারা যোগ্য অযোগ্য আলাদা লিস্ট আদালতে না দেবেন, ততক্ষণ তো আদালত রায়ের পুনঃরবিবেচনা করবে না। আর অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করলে বাংলায় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে!চাকরিহারা শিক্ষকদের স্বেচ্ছায় কাজ করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর। মমতা বলেন, "আপনারা কি এখনও বরখাস্তের নোটিস পেয়েছেন? চাকরি করুন না। স্বেচ্ছায় সকলেই কাজ করতে পারেন।"

এরপর ৩ পাতায়

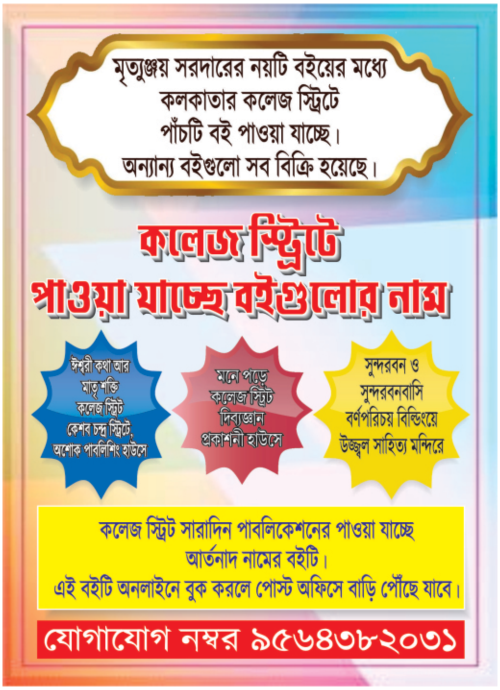

প্রশাসনের নাকের ডগায় নদীর চর দখল করে বেআইনিভাবে তৃণমূল নেতার অবৈধ নির্মাণ

সুশোভন মিস্ত্রী গোসাবা

গোসাবা থানার সামনেই একেবারে পুলিশের চোখের সামনেই অবৈধভাবে নদীর চর দখল করে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে স্থানীয় তৃণমূল নেতার বেআইনি নির্মাণ । প্রশাসনের মদতেই এই বেআইনি নির্মাণ কাজ বলে দাবি বিজেপির। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নীলিমা মন্ডলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন বিষয়টি আমরা জানি না যদি এরকম অবৈধ নির্মাণ হয়ে থাকে প্রশাসনিক ভাবে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তাপস মন্ডলের কথায় এটাই স্পষ্ট তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর প্রভাব থাকার ফলে তিনি মানতে নারাজ যে অবৈধ নির্মাণ কাজ যিনি করছেন তিনি তৃণমূল নেতা বলে। তবে এই ঘটনায় প্রশাসনকে দায়ী করছে বিজেপি । শুধু গোসাবানায় সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় এভাবেই তৃণমূল নেতা ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যেই চলছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ কেটে নদীর চর দখল করে বেআইনি নির্মাণ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে চলা অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে যোগ দিলেন চাকরি হারা শিক্ষক

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস এবং সদর ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে জেলা স্কুল পরিদর্শক কার্যালয় চত্বরে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।এবার সেই আন্দোলনে সামিল হতে দেখা গেলো সদ্য চাকরি হারানো শিক্ষককে, এই প্রসঙ্গে চাকরি হারানো শিক্ষক দেব প্রিয় সাহা হতাশার সুরে বলেন, আজকে কলকাতায় চাকরি হারানো শিক্ষকদের যে

এরপর ৬ পাতায়

বিধানসভায় জয়শ্রীরাম লেখা ধ্বজ নিয়ে ধোকাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, চিল্লামেল্লি শুরু করে শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের পিএর বাইকে কপিধ্বজ পতাকা লাগানোয় ঢুকতে দিতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় তোলপাড় হল বিধানসভা চত্বর । সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । ঘটনার কথা কানে যেতে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন তিনি । "জয় শ্রীরাম" শ্লোগান দিতে দিতে দলীয় বিধায়কদের সাথে বিধানসভার ভবনের ভিতরে ঢুকে অভিযুক্তের সন্ধান চালান তিনি ।যদিও অভিযুক্ত কর্মী বেগতিক বুঝে চম্পট দেয় ।শুভেন্দু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন,'আমাদের বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের পিএ-এর মোটরসাইকেলে জয় শ্রীরামের পতাকা ছিল । একজন বলছে ঢোকা যাবে না পতাকা খুলে আসুন । পতাকায় জয় শ্রীরাম লেখা আছে । কালকে রামনবমী গেছে,

আজকের এখনো দশমী । সেই ধ্বজ থাকলে ঢুকতে দেবে না ।' এরপর তিনি "জয় শ্রীরাম" ও "জয় শ্রীরমের অপমান মানছি না মানবো না" শ্লোগান দিতে দিতে অভিযুক্ত কর্মীর সন্ধানে বিধানসভার ভিতরে যান । তিনি বলেন, "এটা পাকিস্তান নয়" ।এরপর সেই মোটরসাইকেলে লাগানো ধ্বজ দেখিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,'এই ধ্বজ থাকলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঢোকা যাবে না। মুসলিম লিগের সরকার চলছে। পালিয়ে গেছে ছুটে । সাইজ করে দেব । হিন্দুর বাচ্চা আমরা ।' এরপর বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে আসেন ।সাংবাদিকরা জানতে চাইলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মমতা ব্যানার্জির চামচা বিমান ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করুন ।' গেটের সামনে নিরাপত্তা কর্মীদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, হিন্দু ধর্মের অপমান না সহ্য করব না । ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্তান ।' ইতিমধ্যে শঙ্কর চলে এসে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ঘটনার কথা জানতে চান। শুভেন্দু বাবু তাকে বিষয়টি জানালে চরম ক্ষিপ্ত হন শংকরবাবু । তিনি বিধানসভার গেটে নিরাপত্তা কর্মীদের উদ্দেশ্যে উত্তেজিতভাবে বলেন, 'চাবকে বের করে দেবো একদম ।' যদিও শুভেন্দু অধিকারী জানান যে অভিযুক্ত কর্মীর নাম তিনি জেনে গেছেন তবে সর্বসমক্ষে তা প্রকাশ্যে আনবেন না। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

(১ পাতার পর)

যোগ্যদের চাকরি নিশ্চিত করলেন মমতা

যোগ্যদের কারও চাকরি বাতিল হবে না বলে আশ্বাস মমতার। মানবিকতার খাতিরে সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা রাজ্যের হাতে তুলে দিক, দাবি মমতার। তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যা দিক। শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ার অধিকার কারও নেই।" এর আগেও একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের নিয়ে নানা কথা বলেছিলেন। এমন কি অতিরিক্ত পদ মন্ত্রীসভাকে দিয়ে অনুমোদন করিয়েছিলেন - যা সম্পূর্ণ বেআইনি। এখন দেখার দুমাস পড়ে কি হয়!

(১ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়ায় সরকারি সফরে যাচ্ছেন

ত্রয়োদশ মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন। কথা বলবেন ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়ার বিনিয়োগকারী, বুদ্ধিজীবী এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

ইন্ডিয়া-ইউকে ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডায়ালগের ত্রয়োদশ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ৯ এপ্রিল ২০২৫। যৌথ সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকার।

দুই দেশের মধ্যে ত্রয়োদশ ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডায়ালগ একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক মঞ্চ যেখানে মন্ত্রি পর্যায়ে, আধিকারিক পর্যায়ে কর্মীগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ আলোচনার সুযোগ হয়। এছাড়া বিনিয়োগ, আর্থিক পরিষেবা, আর্থিক বিধি, ইউপিআই আন্তঃসংযোগ, কর এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেন সহ আর্থিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিয়ামক কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। এবারের আলোচনায় জোর দেওয়া হবে আইএফএসসি গিফ্ট সিটি, বিনিয়োগ, বিমা ও অবসরভাতা, ফিনটেক এবং ডিজিটাল অর্থনীতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভারত-ব্রিটেন বিনিয়োগকারী গোল টেবিল বৈঠকে মুখ্য ভাষণ দেবেন। এছাড়া ব্রিটেনের বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সিটি অফ লন্ডনের সহযোগিতায় গোল টেবিল বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন।

সফরের পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অস্ট্রিয়ার শীর্ষস্থানীয় সরকারি নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। যার মধ্যে আছেন অস্ট্রিয়ার অর্থমন্ত্রী এবং ফেডারেল চ্যান্সেলার। এর পাশাপাশি অস্ট্রিয়ার প্রধান সিইও-দের সঙ্গে একটি বৈঠকে অস্ট্রিয়ার অর্থনীতি, শক্তি ও পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে শ্রীমতী সীতারমন পৌরোহিত্য করবেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গুজরাটের গান্ধীনগরে আইএফএফসিও-র কারোল শাখার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন এবং বীজ অনুসন্ধান কেন্দ্রের শিলান্যাস করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গুজরাটের গান্ধীনগরে ইন্ডিয়ান ফারমার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড (আইএফএফসিও)-র কারোল শাখার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন এবং বীজ অনুসন্ধান কেন্দ্রের শিলান্যাস করেছেন। অনুষ্ঠানে অন্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, আজ ইফকো-র সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বীজ অনুসন্ধান কেন্দ্রের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। তিনি বলেন যে, ইফকো-র ৫০ বছরের উজ্জ্বল যাত্রা প্রমাণ করে যখন সমবায় এবং কর্পোরেট মূল্যবোধ একসঙ্গে কাজ করে তখন কতটা অভূতপূর্ব ফল পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ইফকো গবেষণা ও উন্নয়ন, বিপণন, ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে গেছে।

শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে, ভারত এখন খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর এবং এই সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ইফকো। তিনি বলেন, ইফকো কৃষকদের সারের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং সারকে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে আরও কাজ করেছে। তিনি আরও বলেন যে, ইফকো ৫০ বছরের উজ্জ্বল যাত্রা সম্পূর্ণ করে এখন গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সমবায় মন্ত্রী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, যখন ইফকো শতবর্ষ উদযাপন করবে, তখন ইফকো-র সুনাম সারা বিশ্বে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। শ্রী অমিত শাহ বলেন যে ইফকো নানা ধরনের গবেষণা এবং

এরপর ৫ পাতায়

মাটিয়াবুর্জ-গার্ডেনরিচে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, রামনবমী পালিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা। কলকাতা সহ সমগ্র বাংলায় রাম নবমী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পালিত হয়েছিল।গার্ডেনরিচ, মাটিয়াবুর্জ, তাপসিয়া, তিলজলা, খিদিরপুরের মতো সংবেদনশীল স্থানে বিপুল সংখ্যক ভক্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাটিয়াবুর্জ-গার্ডেনরিচে, রাম নবমী উৎসব সমিতি টিজি রোড কর্তৃক ধুমধামের সাথে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। টিজি রোড ভাগড় মাঠ থেকে একটি বিশাল শোভাযাত্রা শুরু হয়ে মুদিয়ালিতে গিয়ে শেষ হয়। এই উপলক্ষে রাম নবমী উৎসব সমিতির রতন সিং এবং ভগবানজি ঝা জানান, প্রতি বছরের মতো এ বছরও একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে হাজার হাজার রাম ভক্ত স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে, বাংলা জুড়ে হাজার হাজার ভক্ত মিছিলে সমবেত হন।

সম্পাদকীয়

'আদালতে কথাও বললেন না, রায়ের পর লম্ফঝম্প করছেন', মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব বিকাশের

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানের মানুষের আশীর্বাদে তাঁর সরকার ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে। এই ১০ বছর ধরে সাধারণ মানুষের কষ্ট দূর করতে এবং তাঁদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার সর্বতো প্রয়াস চালিয়েছে। স্বাধীনতার পর পূর্বতন সরকারগুলি ৫০-৬০ বছর ধরে যা করতে পারেনি, তাঁর সরকার ১০ বছরে তা করে ফেলেছে। রাজস্থানে জলের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এখানে বহু জায়গায় খরার প্রকোপ দেখা যায়, অথচ অন্যান্য জায়গায় নদীর জল অব্যবহৃত অবস্থায় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এজন্যই নদী সংযুক্তিকরণের ভাবনা ভেবেছিলেন এবং সেজন্য একটি বিশেষ কমিটি গড়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল, নদীর উদ্বৃত্ত জল খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে পাঠানো। এতে একদিকে যেমন বন্যার সমস্যা দূর হবে, তেমনই খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে জেল পৌঁছবে। সুপ্রিম কোর্টও এই ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু, আগের সরকারগুলি জল সমস্যার সমাধানের কোনো সদিচ্ছা দেখায়নি, উলটে রাজ্যগুলির মধ্যে জল নিয়ে বিবাদকে আরও মদত দিয়েছে। এই নীতির জন্য রাজস্থানকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। বিশেষত, মহিলা ও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও নর্মদা নদীর জলকে গুজরাট ও রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসকে ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত ও যশবন্ত সিং-এর মতো নেতারা সমর্থন জানিয়েছিলেন। জালোর, বারমেঢ়, চুরু, ঝুনঝুনু, যোধপুর, নাগপুর এবং হনুমানগড়ের মতো এলাকায় এখন নর্মদার জল পৌঁছে যাওয়ায় শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সতেরোতম পর্ব)

ফলে, ভয় পেয়ে জরৎকারু পালিয়ে যান। পরে তিনি ফিরে আসেন এবং তাঁদের পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়।এরপর মনসা তাঁর সহচরী নেতার সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন মানব ভক্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে লোকেরা তাঁকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু যারা তাকে পূজা করতে অস্বীকার করে, তাদের চরম দুরবস্থা সৃষ্টি করে তাদের পূজা আদায় করেন মনসা। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পূজা লাভে সক্ষম হন। এমনকি মুসলমান শাসক হাসানও তাঁর পূজা করেন। কিন্তু শিব ও চণ্ডীর পরমভক্ত চাঁদ সদাগর তাঁর পূজা করতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় খবর, সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রাথমিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা, ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি হল না কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার, বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলাটি তালিকাভুক্ত ছিল। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এদিন টেট মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি সৌমেন সেন।

সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতির জেরে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যার ফলে একধাক্কায় চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৬০০০ জনের। এরই মধ্যে এবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা নিয়ে চাপানউতোর।সূত্রের খবর, মামলাটি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন জাস্টিস সেন। বিচারপতি সেন মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোয় মামলাটি আর সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের বেঞ্চের বিচারাধীন রইল না। এরপর প্রধান বিচারপতি নতুন কোনো বেঞ্চে মামলা পাঠাবেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে ৩২ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বেআইনি বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর ওই সংখ্যক চাকরি খারিজ করে দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয় ডিভিশন বেঞ্চে। ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছিল রাজ্য।

জানিয়ে রাখি, এদিকে এই সংক্রান্ত আরেকটি মামলা চলছিল হাইকোর্টে। যেই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৪২ হাজার নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে সেই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে উঠলে তাতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে এসব সম্ভাব্য এযুগেও মানুষ যতই তাকে বঞ্চিত করুক না কেন, সে নিজে একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। তেমনই ইতিহাস শনিদেবের।শনির ক্রূরতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত । এমন লোক খুব কমই আছে যে শনির নাম শুনে ভীত হয় না ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গুজরাটের গান্ধীনগরে আইএফএফসিও-র কারোল শাখার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন এবং বীজ অনুসন্ধান কেন্দ্রের শিলান্যাস করেছেন

উন্নয়নের কাজও করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, ইফকো-র কালোল কারখানা স্থাপনা যখন হয়েছিল সেই সময় এটাকে বড় বিপ্লব মনে করা হয়েছিল। যতো সময় এগিয়েছে ইফকো ন্যানো ইউরিয়া, ন্যানো ডিএপি, ন্যানো লিকুইড, ইউরিয়া, লিকুইড ডিএপি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং উৎপাদন বাড়িয়েছে।

তিনি তুলে ধরেন ইফকো বিশ্বে ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি ক্ষেত্রে ভারতের সমবায় ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও জানান ইফকো-র ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি এখন সারা বিশ্বে পৌঁচচ্ছে।

শ্রী অমিত শাহ গান্ধীনগরে বীজ অনুসন্ধান কেন্দ্রে সূচনার উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একাধিক নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমবায় মন্ত্রক দেশের সমবায় ক্ষেত্রে প্রায় ৬২টি অভুতপূর্ব উদ্যোগ নিয়েছে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, ইফকো যে কাজই হাতে নিয়েছে, সেই কাজই সফলভাবে করার পূর্ব ইতিহাস আছে। বীজ অনুসন্ধান কেন্দ্র জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে, উৎপাদিত পণ্য আরও পুষ্টিকর হবে, জল এবং সার কম লাগবে, বীজের গুণমান বৃদ্ধি পাবে।

শ্রী শাহ বলেন, ৫০ বছর আগে যখন ইফকো স্থাপিত হয়েছিল, তখন কেউ ভাবতে পারেনি ওই প্রতিষ্ঠান আজ এই উচ্চতায় পৌঁছবে। তেমনই আজ যে বীজ অনুসন্ধান কেন্দ্রের শিলান্যাস হল, সেই কেন্দ্রটিও কৃষকদের সমৃদ্ধ করতে একদিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, আমাদের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করতে প্রাথমিক সমবায় সোসাইটি এবং ডেয়ারিগুলিকেও শক্তিশালী করার ওপর জোর দিতে হবে। শ্রী শাহ বলেন, বর্তমানে সার উৎপাদন ক্ষমতা ৯ মিলিয়ন মেট্রিকটন। বিক্রয়ের পরিমাণ পৌঁছেছে ১১ মিলিয়ন মেট্রিকটনে। লেনদেনের পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা। লাভ হয়েছে ৩,২০০ কোটি টাকা। গত ৫০ বছরে ইফকো-র নেতৃত্বে রাসায়নিক সার থেকে ন্যানো সার এবং জৈব সারে যাত্রা ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি লিকুইড ব্যবহার করলে অন্য কোনো সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইফকো বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা যতটা বাড়িয়েছে, তাতে তাদের পণ্য এখন সারা বিশ্বে রপ্তানি হচ্ছে। আগামী ৫০ বছরে শতবর্ষের যাত্রাপথে জোর দেওয়া হবে আধুনিক কৃষিকাজের ওপর যাতে জমির গুণাগুণ এবং পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে আরও বেশি উৎপাদন করা যায়।

প্রবীণ সাংসদের আচরণে ক্ষুব্ধ দলেরই মহিলা সাংসদ! চিঠি মমতাকে,

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদের আচরণে ক্ষুব্ধ দলেরই মহিলা সাংসদ! প্রতিবাদে ইতিমধ্যে দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন তিনি। এমনকী, তৃণমূলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন 'মর্মাহত' সাংসদ। চিঠির প্রতিলিপি পাঠাচ্ছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।এরপরই বিষয়টি নিয়ে দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বাকযুদ্ধ শুরু হয়। অভিযোগ, বিভিন্নভাবে মহিলা সাংসদকে আক্রমণ করতে শুরু করেন ওই প্রবীণ নেতা। কখনও বলেন, অপ্রয়োজনীয় নাটক করছেন, কখনও আবার মহিলা সতীর্থকে 'ভার্সেটাইল ইন্টারন্যাশনাল লেডি', ' ইন্টারন্যাশনাল ব্রেভ লেডি' বলে কটাক্ষ করতে থাকেন। এমন অবস্থায় মহিলা নেত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আরেক নতুন সাংসদ। তিনিও অবশ্য রাজনীতির দুনিয়ায় পোড়খাওয়া নেতা। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বাদানুবাদ চলাকালীন প্রবীণ সাংসদকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবাইকে নিয়ে চলার পরামর্শ মনে করিয়ে দেন তিনি। সেই দায়িত্ব পালনে নজর দেওয়ারও পরামর্শ দেন। এতেই আরও তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন প্রবীণ নেতা। নতুন সাংসদকেও আক্রমণ শানান। বলেন, দলবাজি করার

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

গ্রেপ্তারির ভয়ে সাত সমুদ্র পার! ট্রাম্প সাক্ষাতে ৪০০ কিমি ঘুরপথে আমেরিকায় নেতানিয়াহু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আন্তর্জাতিক আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে। এই অবস্থায় শত্রু দেশের উপর দিয়ে যাওয়া যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। সে কথা মাথায় রেখেই আমেরিকা যেতে ঘুরপথ ধরলেন ইহুদি শাসক। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বাড়তি রাস্তা পার করে আমেরিকায় পৌঁছলেন তিনি।ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, সে দেশের গোয়েন্দা বিভাগের অনুমান আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ড আন্তর্জাতিক আদালতের তরফে জারি করা এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা লাগু করতে পারে। এই অবস্থায় এই তিন দেশকে এড়িয়ে গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স এবং আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে আমেরিকা যান

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।মার্কিন শুল্কের কোপে নাজেহাল বিশ্ব। রেহাই পায়নি আমেরিকার মিত্র দেশ ইজরায়েলও। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। যদিও তাঁদের টপকে বন্ধু ইজরায়েল সবার আগে পেয়েছেন ট্রাম্প সাক্ষাতের 'টিকিট'। সেই মতো সোমবার আমেরিকাতে চলেও গিয়েছেন নেতানিয়াহু। তবে তাঁর এই সফর রীতিমতো চর্চার বিষয় শুরু হয়েছে। ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, হাঙ্গেরি থেকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য ৪০০ কিলোমিটার বা ২৪৮ মাইল পথ বাড়তি ঘুরতে হয় তাঁকে।

আসলে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে শুরু হওয়া ইজরায়েল ও গাজার যুদ্ধের জেরে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক আদালত। ফলে আদালতের এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে মান্যতা দিতে পারে যে কোনও দেশ। নেতানিয়াহুর আশঙ্কা হাঙ্গেরি থেকে আমেরিকা যাওয়ার সহজ পথে এমন কিছু দেশ রয়েছে যারা সুযোগ পেলে এই পরোয়ানা জারি করে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। আকাশ সফরে কোনও রকম আপদকালিন পরিস্থিতি তৈরি হলে এবং সেই দেশে জরুরি অবতরণ করলে নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারি নিশ্চিত। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই বাড়তি ৪০০ কিলোমিটার ঘুরপথে আমেরিকা পৌঁছলেন তিনি।

(৫ পাতার পর)

প্রবীণ সাংসদের আচরণে ক্ষুব্ধ দলেরই মহিলা সাংসদ! চিঠি মমতাকে

অভিযোগেই পুরনো দল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। নবীনের সংসদীয় এলাকায় গিয়ে তাঁর 'কীর্তি' ফাঁস করে দেবেন বলেও হুমকি দেন। এমনকী, মহিলা সাংসদ কেন পুলিশ ডেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করাতে পারলেন না, তা নিয়েও খোঁচা দিতে থাকেন। এমন অবস্থায় গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে যান মহিলা সাংসদ। এরপরই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিয়ে দলীয় নেত্রীকে চিঠি দেন। সূত্রের দাবি, পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে মমতাকেই। তবে এই প্রবীণ-নবীন সাংসদদের এমন বাদানুবাদ যে বেনজির তা একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সকলেই।দলীয় সূত্রে খবর, সবমিলিয়ে পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে তৃণমূল সুপ্রিমোকে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে। তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে দলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গত শুক্রবার 'ভূতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনে যাওয়া নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। সূত্রের খবর, ওইদিন কমিশনে যে স্মারকলিপি জমা করা হয়েছিল সেখানে ওই মহিলা সাংসদের নাম ছিল না। অথচ কমিশনে যাওয়া প্রতিনিধি দলে তাঁকে থাকতে বলা হয়। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি। সেই সময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য, স্মারকলিপিতে তাঁর নাম হাতে লিখে দেওয়া হয়। যখন এই প্রক্রিয়া চলছে ঠিক তখনই প্রবীণ সাংসদ তাঁর মহিলা সতীর্থকে কটাক্ষ করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। লাগাতার কটাক্ষ-কটূক্তি চলতে থাকায় কমিশনের সামনে ফুটপাথে পাহারায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রবীণ সাংসদকে গ্রেপ্তার করতে বলেন। মহিলা সাংসদের এমন আচরণে খানিকটা হতবাক হয়ে যায় উপস্থিত বাকিরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁরা ওই প্রবীণ সাংসদকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কমিশনের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও থামেননি। বরং ক্রমাগত বলতে থাকেন, তিনি কোটায় সাংসদ হননি। অন্য দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেননি। এমন পরিস্থিতিতে মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে প্রবীণ সাংসদের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় এফআইআর করতেও উদ্যত হয়েছিলেন মহিলা সাংসদ। কোনওমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করেন বাকিরা।

(২ পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে চলা অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে যোগ দিলেন চাকরি হারা শিক্ষক

ইনডোর স্টেডিয়ামে সভায় মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুক ওনার ওপর এর আর আস্থা রাখতে পারছি না, সেই কারণে যাই নি কলকাতা, কারন এর আগেও উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,অথচ যোগ্য অযোগ্য দের পৃথক করার যে কথা বার বার কলকাতা হাই কোর্ট বলেছিল সেটি করেন নি, তিনি যোগ্য এবং অযোগ্য দের মিলিয়ে দিয়েছেন ,যে কারণেই সর্বোচ্চ আদালত এমন নির্দেশ দিলো যে আমাদের চাকরিটা ও চলে গেছে, আজ যদি মায়না বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমাদের মতো যারা তাদের বেঁচে থাকাটাই মুসকিল হয়ে যাবে। আমার এবং আমার স্ত্রীর চাকরি গিয়েছে।

সিনেমার খবর

‘সিকান্দার’ দিয়ে কামব্যাক, নাকি আবারও ব্যর্থ হবেন সালমান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড ভাইজান সালমান খান, যিনি ‘ওয়ান্টেড’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তারপর ‘দাবাং’ কিংবা ‘কিক’—সব ছবিই ছিল ব্লকবাস্টার। কিন্তু সেই সালমান খানেরই অনেক বছর ধরে কোনো ক্লিন হিট সিনেমা নেই। যেখানে ভিকি কৌশল কিংবা কার্তিক আরিয়ান-এর মতো নবাগতরা পরপর হিট সিনেমা দিচ্ছেন, সেখানে সালমানের শেষ ক্লিন হিট ‘ভারত’।

ভক্তরা বহুদিন ধরেই অপেক্ষা করছেন, কিন্তু ভাইজানের সর্বশেষ সিনেমা ‘টাইগার ৩’ কিংবা ‘কিসি কা ভাই কিসি কা জান’ বক্স অফিসে সাফল্য পায়নি।

আসছে ঈদে মুক্তি পাচ্ছে সালমান খানের অ্যাকশন সিনেমা ‘সিকান্দার’। আগামী ৩০ মার্চ ভারতের প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে ছবিটি। তবে মুক্তির আগেই যেন দাপট দেখিয়ে দিলেন সালমান! ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক অগ্রিম টিকিট বুকিং সম্পন্ন হয়েছে। বলিউডের বক্স অফিস বিশ্লেষকদের ধারণা, এই সিনেমার মাধ্যমেই কামব্যাক করতে পারেন সালমান খান।

ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ইতোমধ্যে ৯.৩০ কোটি রুপির অগ্রিম বুকিং সম্পন্ন হয়েছে ‘সিকান্দার’-এর। খুব দ্রুতই এটি ১০ কোটির ঘরে পৌঁছে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত বুধবার থেকে অগ্রিম টিকিট বুকিং শুরু হয়েছে। সিনেপ্রেমীদের নজরও এখন বক্স অফিসের দিকে। হিসাব অনুযায়ী, ২ডি শোর বিক্রি ৩.৯৫ কোটি রুপি এবং আইম্যাক্স শোয়ের বিক্রি প্রায় ৩.৯৮ কোটি রুপি। তবে মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে ‘সিকান্দার’ সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ছবিটি কতটা ব্যবসা করবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করছে টিকিটের দামের ওপর। বড় শহরগুলোতে টিকিটের দাম তুলনামূলক বেশি। কিছু জায়গায় টিকিটের দাম ২,০০০ রুপিতে পৌঁছেছে, কোথাও তা ১,৯০০ রুপি। সিঙ্গেল স্ক্রিনেও অনেক জায়গায় দাম ৭০০ রুপি। তা সত্ত্বেও ভাইজানের প্রতি ভক্তদের ভালোবাসায় কোনো কমতি নেই। ঈদের পরিবেশে বড় পর্দায় প্রিয় সালমানকে দেখতে উন্মুখ অনুরাগীরা—তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তামান্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন বিজয়

তামান্না ভাটিয়া ও বিজয় ভার্মা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দুই বছর প্রেমের সম্পর্কে থাকার পর পথ আলাদা হয়েছে তামান্না ভাটিয়া এবং বিজয় ভার্মার। তবে তাদের সম্পর্কে ভাঙন ধরলেও, তারা জানিয়েছেন যে তারা একে অপরের ভালো বন্ধু হয়ে থাকবেন। তবে এত কিছুর পরও এড়ানো যায়নি চর্চা।

দু’জনের বিচ্ছেদের খবর তাদের অনুরাগীদেরও বেশ হতাশ করেছে। কারণ অনুরাগীরা তাদের জুটি হিসেবে খুব পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে তামান্না কিছুদিন আগে পরোক্ষভাবে কিছু কথা বললেও বিজয় কাউকেই কিছু বলেননি।

বিজয় বর্মা সম্প্রতি আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সম্পর্কে নিয়ে নানা কথা ও তার মতামত প্রকাশ করেছেন।

তার কথায়, ‘আপনি সম্পর্কের কথা বলছেন, তাই না? আমার মনে হয়, আইসক্রিমের মতো সম্পর্ককে উপভোগ করুন, তাহলে আপনি খুব সুখী থাকবেন। এর অর্থ হল, যে ফ্লেভারই আসুক না কেন, তা গ্রহণ করুন এবং তা সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান।’

প্রায় দুই বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন বিজয় ভার্মা ও তামান্না ভাটিয়া। এই মাসের শুরুতে তাদের ব্রেকআপের খবর প্রকাশ্যে এসেছে। তবে, তারা কেন আলাদা হলেন সে বিষয় এখনও স্পষ্ট নয়।

সম্প্রতি রাবিনা ট্যান্ডনের হোলি পার্টিতে তাদের দেখা গেলেও তারা আলাদা আলাদা ভাবে তা উপভোগ করেছেন। বর্তমানে তামান্না এবং বিজয় উভয়েই তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

কিয়ারার ঠিকানা বদল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শিগগিরই ঘরে আসছে নতুন অতিথি। সেই অতিথির জন্য সবকিছুই চাই নতুন– সেই ভাবনা থেকেই নতুন বাড়ির আবদার কিয়ারা আদভানির। এই বলিউড অভিনেত্রী ঠিকানা বদলে নতুন বাড়িতে যাওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন তাঁর স্বামী অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে নতুন বাড়ি খোঁজা শুরু করে দিয়েছেন এই তারকা দম্পতি।

কিয়ারা আদভানি

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, ২৬ মার্চ কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ মুম্বাইয়ে নতুন বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় যেসব ছবিশিকারি তাদের পিছু নিয়েছিলেন, তারা দাবি করেছেন, ভাড়া নয়, নতুন একটি বাড়ি কিনে ফেলেছেন এই তারকা দম্পতি। আর সেই বাড়ির অন্দরসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খান। তাদের সঙ্গে গৌরীকে দেখামাত্রই শুরু হয়েছে জল্পনা, তা হলে হবু সন্তানের ঘরের সাজসজ্জার দায়িত্ব গৌরীকে দিতে চান তারকা দম্পতি! নিমেষে ছড়িয়ে যায় এই ভিডিও।

এ দিন কিয়ারার পরণে ছিল কালো প্যান্ট ও গোলাপি রঙের জামা। সিদ্ধার্থকে জলপাই রঙের কার্গো প্যান্ট এবং নীল শার্ট পরতে দেখা যাচ্ছে। দু’জনেরই মুখে ছিল মাস্ক। তারপরও এই তারকা দম্পতিকে চিনে নিতে কষ্ট হয়নি কারও। সেসব অনুরাগীদের মতো আগের চেয়ে কিয়ারার ওজন অনেকটা বেড়েছে। তবে সিদ্ধার্থ আছেন এ রকম।

প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন অতিথি আসার সুখবর দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি। জানিয়েছিলেন সমাজমাধ্যমে ছোট্ট এক জোড়া মোজার ছবি পোস্ট করে তারকা দম্পতি জানিয়েছেন, এবার দুই থেকে তিন হতে চলেছেন তারা।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে ফাইনালে মোহনবাগান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফাইনালে মোহনবাগান। প্রথম লেগের ম্যাচে জামশেদপুরের মাঠে হেরেছিল সবুজ মেরুন। জামশেদপুরের মাঠে ১-২ ব্যবধানে হারায় ঘরের মাঠে ১ গোলে পিছিয়ে নেমেছিল সবুজ মেরুন। রেগুলেশন টাইমে ২ গোলের ব্যবধানে জিতলেই ফাইনাল নিশ্চিত ছিল। যদিও খালিদ জামিলের টিমের বিরুদ্ধে এই কাজ মোটেও সহজ ছিল না। ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনে অনবদ্য পারফরম্যান্স মোহনবাগানের। শেষ অবধি ২-০ ব্যবধানে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করল মোহনবাগান। ফাইনালে

তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি।

কাল ইডেন গার্ডেন্সে লখনউ সুপার জায়ান্টস খেলবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের কর্ণধারও সঞ্জীব গোয়েঙ্কাই। গত মরসুমে ইডেনে সবুজ মেরুন জার্সিতেই নেমেছিল লখনউ। তেমনই গত বারও মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন লখনউ ক্রিকেটাররা। এ দিন যুবভারতীতে মোহনবাগান ম্যাচে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লখনউ ক্যাপ্টেন ঋষভ পন্থ। মোহনবাগানের প্রত্যাবর্তন দেখলেন।

জামশেদপুরে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে পড়লেও সমতা ফিরিয়েছিল। শেষ অবধি ১-২ ব্যবধানে হারে। এ দিন ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জেসন কামিংসের পেনাল্টি গোলে এগিয়ে যায় সবুজ মেরুন। এগ্রিগেট দাঁড়ায় ২-২। ফলে আরও এক গোলের প্রয়োজন। নয়তো ম্যাচ একস্ট্রা টাইম, টাই ব্রেকারে গড়াত। ম্যাচের ইনজুরি টাইমে রালতের অনবদ্য গোল। ম্যাচ ২-০ ব্যবধান এবং দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ এগ্রিগেটে আইএসএল ফাইনাল নিশ্চিত মোহনবাগানের।

ঘরেও হতাশা হায়দরাবাদের! সিরাজ-শুভমনে জয়ের হ্যাটট্রিক টাইটান্সের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হলটা কী! এই প্রশ্ন টিম ম্যানেজমেন্টকও হয়তো শুনতে হচ্ছে। গত মরসুমে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে চমকে দিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ফাইনালে পৌঁছলেও ট্রফিটা আসেনি। এ মরসুমেও শুরুটা হয়েছিল ধামাকায়। এরপর থেকে একের পর এক ধাক্কা। টানা চার ম্যাচে হার! এর মধ্যে ঘরের মাঠেই জোড়া হার! গত মরসুমের সঙ্গে তুলনায় আনলে অবাক হওয়ার মতোই বিষয়। এ দিন গুজরাট টাইটান্স ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারাল সানরাইজার্সকে। তাও আবার ২০ বল বাকি থাকতেই।

গুজরাট টাইটান্সের মরসুম শুরু হয়েছিল হার দিয়ে। এরপর দুরন্ত কামব্যাক করেছে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন টাইটান্স। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মতো টিমকে হারিয়েছে। আর গত দুই ম্যাচেই বোলিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন নিজের শহরেও। টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন শুভমন গিল। আর ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন বোলাররা। বিশেষ করে মহম্মদ সিরাজ। নিজের শহরে ম্যাচ। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট। সানরাইজার্সকে চাপে ফেলেন সিরাজই। টাইটান্সের টার্গেট দাঁড়ায় ১৫৩।

এ মরসুমে গুজরাট টাইটান্সের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটার সাই সুদর্শন। ক্যাপ্টেন শুভমন গিলও অবদান রেখেছেন। গত ম্যাচে জস বাটলার দুর্দান্ত খেলেছিলেন। রান তাড়ায় ছন্দে থাকা সাইকে শুরুতেই হারায় টাইটান্স। সানরাইজার্সকে ব্রেক থ্রু দেন সামি। যদিও নিজের পুরনো দলের বিরুদ্ধে তাঁর এক ধাক্কা যথেষ্ট ছিল না। ক্যাপ্টেন কামিন্স ফেরান বাটলারকে। শুভমনের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সুন্দর একটা পার্টনারশিপ গড়েন। জয়ের খুব কাছে গিয়ে আউট সুন্দর। তাঁর হাফসেঞ্চুরিও মিস হয়। ২৯ বলে ৪৯ করেন।

ইমপ্যাক্ট পরিবর্ত হিসেবে নামা শেরফান রাদারফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন টাইটান্স ক্যাপ্টেন শুভমন গিল। রাদারফোর্ড ১৬ বলে ৩৫ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে শুভমন গিলও অপরাজিত ৪৩ বলে ৬১ রানে। ১৬.৪ ওভারেই লক্ষ্যপূরণ টাইটান্সের। জয়ের হ্যাটট্রিকও করে ফেললেন শুভমনরা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR